প্রথম আলো

18 APR 2016
2

উদয়ন স্কুলে শিক্ষার্থীকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ওই শিক্ষকের নাম জাওশেদ আলম। মারধরের শিকার শিক্ষার্থীর বাবা গতকাল রোববার বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন।

ওই বিদ্যালয়ের তিনজন অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থী উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির কাকাতুয়া শাখায় পড়ে। ১০ বছর ধরে সে ওই স্কুলেই পড়ছে। ঘটনার দিন ১৩ এপ্রিল সে অঙ্কের শিক্ষক জাকির হোসেনের ক্লাস করছিল। এ সময় শিক্ষক জাওশেদ আলম তাকে ক্লাস থেকে ডেকে এনে মারধর করেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে ২০১০ সালের ৯ আগস্ট সরকার একটি পরিপত্র জারি করে। সর্বশেষ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে ৩২ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের করণীয় ঠিক করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।

নির্যাতনের শিকার শিক্ষার্থীর স্বজন *প্রথম আলোকে* বলেন, অষ্টম শ্রেণির ক্লাস হয় ভবনের চতুর্থ তলায়। তাঁরা জানতে পেরেছেন, চতুর্থ তলার করিডরে এক দফা ও পরে ষষ্ঠ তলায় নিয়ে আরেক দফা ছেলেকে মারধর করা হয়। অন্য শিক্ষার্থীরা শিক্ষক জাওশেদ আলমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে শোনে। তিনি বলছিলেন, 'অ্যাই, তুই আমার নামে কী বলেছিস, বল?' তিনি ছেলেটিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কানে, মাথার পেছনে অনবরত থাপ্পড় দিতে থাকেন। একসময় অন্য ক্লাস থেকে শিক্ষকেরা বেরিয়ে এলে তিনি ছেলেটিকে চুল ধরে টেনে ষষ্ঠ তলায় নিয়ে যান এবং মারতে থাকেন। একপর্যায়ে ছেলেটির কানের পেছন থেকে রক্ত পড়তে শুরু করে। ওই স্বজন আরও জানান, ছেলেকে তাঁরা একটি স্থানীয় ক্লিনিকে নিয়ে যান। চিকিৎসকের পরামর্শে সেখানে তার সিটি স্ক্যান করানো হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে আপাতত সে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না।

> ❝ হঠাৎ ও (শিক্ষার্থী) আমাকে সিএনজি বলে ডাক দেয়। বাচ্চারাই আমাকে এ কথা বলে। পরে আমি তাকে ডেকে এনে হালকা চড়-থাপ্পড় দিয়েছি
>
> **জাওশেদ আলম**
> অভিযুক্ত শিক্ষক

জানতে চাইলে অভিযুক্ত শিক্ষক জাওশেদ আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি যখন করিডর দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ ও (শিক্ষার্থী) আমাকে সিএনজি বলে ডাক দেয়। বাচ্চারাই আমাকে এ কথা বলে। পরে আমি তাকে ডেকে এনে হালকা চড়-থাপ্পড় দিয়েছি। তাকে জিজ্ঞেস করেছি কেন সে আমাকে সিএনজি বলে ডাকল, ক্লাসে আর কে কে আমাকে এই নামে ডাকে। সে কিছুই বলতে রাজি হয়নি। বিষয়টিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, এটা সে রকম গুরুতর কিছু নয়।'

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাছে দেওয়া আবেদনে শিক্ষার্থীর বাবা লিখেছেন, 'আমার ছেলের নিরাপত্তা নিয়ে আমি খুবই শঙ্কিত। শুধু তা-ই নয়, ভবিষ্যতে ওই শিক্ষক যে বিনা কারণে অন্য শিক্ষার্থীর গায়ে হাত তুলবেন না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।'

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ উম্মে সালেমার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।